প্রথম আলো

তারিখ ... AUG 23 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি

এতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে

ড. ছিদ্দিকুর রহমান

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসা দাওরায়ে এবং মাদ্রাসা বোর্ডের কামিল, ফাজিল ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নয়। সব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে, শিক্ষার মান নির্ধারণ করে, পরীক্ষা পরিচালনা করে এবং নির্ধারিত মানে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা বোর্ড প্রদত্ত ডিগ্রি উল্লিখিত কোনো শর্তই যথাযথভাবে পূরণ করে না বিধায় এসব ডিগ্রিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে না। এতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মানসম্পন্ন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মান মূল্যায়নকৃত কার্যক্রম বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে দাওরায়ে ও কামিল-ফাজিল ওই ধরনের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেনি, ওই মানের শিক্ষক দ্বারা তাদের কার্যকর পরিচালনা করেনি এবং মূল্যায়নও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হয়নি বিধায় কোনো অবস্থাতেই দেশে বা বিদেশে এ ডিগ্রিকে সমমানের বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

ডিগ্রির সমতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় (ইকুইভ্যালেন্স কমিটি) আছে, অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানের সমকক্ষ কি না, তা ওই কমিটিই নির্ধারণ করে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি একটি একাডেমিক কার্যক্রম। এ বিষয়ে সরকারের ভূমিকা গৌণ, নেই বললেই চলে। অতএব সরকার কর্তৃক দাওরায়ে বা কামিল-ফাজিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানের ঘোষণা দেওয়া আইনের দৃষ্টিতে কতটা গ্রহণযোগ্য?

উচ্চশিক্ষায় ধর্মশিক্ষা তথা ইসলামিক স্টাডিজ অবশ্যই থাকবে। বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ এবং অনুরূপ বিষয়াদিতে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দাওয়ারে, কামিল, ফাজিলকে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমর্যাদা দেওয়া হলে কেবল ইসলামি শিক্ষারই মানের অবনতি ঘটবে না, বরং সার্বিক উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকেই তা প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলবে।

উচ্চশিক্ষায় সাধারণত বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জ্ঞান-দক্ষতা আহরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও গবেষণার সুযোগ থাকে। কিন্তু মাদ্রাসাশিক্ষায় এসব অনুপস্থিত। এসব ছাড়া উচ্চ ডিগ্রি প্রদান কতটা যুক্তিসংগত হবে?

ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য যেসব নাগরিক, বিশেষ করে আলেমসমাজ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাদের কর্মের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলতে চাই, ইসলামি শিক্ষাকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ডিগ্রি কলেজসমূহের মতো মাদ্রাসাগুলোকেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুস শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এবং বিশ্ববিদ্যা পরিচালিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীরা যোগ্যতার প্রমাণ রেখে স্নাতক ও স্নাতকো ডিগ্রি অর্জন করবেন। এতে একদিকে যেমন ইস শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে, অন্যদিকে ডিগ্রিপ্রা বিসিএসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি লাভের সমান সুযে সুবিধা ভোগ করবেন।

গত সোমবার রাতে বিবিসি থেকে আমাকে প্রশ্ন ব হয়েছিল, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, দাওয়ারে প কর্কে যদি সাধারণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী মতো চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে হ তাহলে তাদের পুনরায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নি হবে। এ ক্ষেত্রে দাওরায়ে ডিগ্রিকে স্নাতকোত্তর মর্য দিয়ে অন্য সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হবে তাদের সঙ্গে এ ধরনের প্রতারণা।

একটি সরকার মেয়াদের শেষ অবস্থায় এসে এ র একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নিল, তা কোনো অবস্থাতেই সুবিবেচনাপ্রসূত বলা যাবে না। মাধ্যমে দলীয় স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে, কিন্তু এতে জা স্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। জাতীয় স্বার্থের ব বিবেচনা করে দলীয় ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এ বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ড. ছিদ্দিকুর রহমান: অধ্যাপক শিক্ষা ও গবে